JAN. 20 2001

ছাত্র ভর্তি ঃ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অলিখিত সমঝোতা

জগন্নাথ কলেজ ঃ ছাত্র রাজনীতি ক্যাডার ও অছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারি জগন্নাথ কলেজে গত ১০ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। বহিরাগত সন্ত্রাসী ও অছাত্ররা কলেজের ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের বেশিরভাগই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সমর্থক। তারা কলেজে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে ভর্তি, টেন্ডারবাজি ও পুরনো ঢাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরশাদ আমলে তার আশীর্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনী জগন্নাথ কলেজে এককভাবে কর্তৃত্ব করত। ওই সময় সন্ত্রাসী লোটন ও ঝোটন গ্রুপ কলেজে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ দখল করে। তারা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কলেজ নিয়ন্ত্রণ করে। এরশাদের পদত্যাগের পর তারা রাতের আঁধারে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। বিএনপি সরকারের আমলে ছাত্রদল কলেজে একক আধিপত্য বিস্তার করে। এ সময় ছাত্রদলের সাগীর গ্রুপ ও কাজল গ্রুপ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে অবৈধ উপায়ে ছাত্র ভর্তি করায়। পাশাপাশি টেন্ডারবাজিও বাদ যায় না। তারা প্রতিটি ভর্তির ফরম ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করত। সে সময় ভর্তির ৪০ শতাংশ ফরম ছাত্র সংগঠনের হাতে ছেড়ে দিতে হতো। এ অবৈধ ভর্তি কোটার অর্ধেক ছাত্রদল ও জগন্নাথ কলেজ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

জগন্নাথ কলেজ ঃ ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্ধেক ছাত্রলীগ পেত। তবে কিছু কোটা জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের জন্যও বরাদ্দ থাকত। কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রায় ১১ হাজার আসন রয়েছে। এই ১১ হাজার আসনের মধ্যে গড়ে অর্ধেক মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। অন্য আসনগুলো টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা হয়। এভাবে প্রতিবছর ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা ও ক্যাডার বাহিনী লাখ লাখ টাকা আয় করে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, জগন্নাথ কলেজে সাধারণত স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে হিসাব বিজ্ঞান ও কলা অনুষদে ভর্তির জন্য ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নেয়া হয়। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। চলতি বছর স্নাতকোত্তর ও স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে একই কায়দায় ভর্তির জন্য শিক্ষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ছাত্র সংগঠন ঃ কলেজে বর্তমানে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ যৌথ আধিপত্য বিস্তার করছে। ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সার্জেন্ট ফরহাদ হত্যার আসামি সাগীর আহমেদ (অছাত্র)। আর ছাত্রলীগের নেতৃত্বে রয়েছে দেবাশীষ বিশ্বাস নামে এক অছাত্র নেতা। তাদের দুজনেরই ক্যাডার বাহিনী রয়েছে। তাদের প্রধান কাজ কলেজের ভর্তি ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নেয়া।

যে কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না ঃ কলেজের প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বেশিরভাগই অছাত্র, ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে অছাত্রদের দাপট কমে যাবে। এ কারণেই তারা নির্বাচনে আগ্রহী নয়। ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাডার ও অছাত্ররা ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি, সদরঘাট, নবাবপুর রোড ও বাংলাবাজার এলাকায় চাঁদাবাজি করে বেড়াচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ ঃ কলেজের অনুষ্ঠান, টেন্ডারবাজি, ভর্তি ও খেলাধুলার মূল দায়িত্বে থাকে বড় দুটি ছাত্র সংগঠনের নামে স্থানীয় মহল্লার ক্যাডারবাহিনী। সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের কাছে জিম্মি। তাদের সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ কথা বললে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

টেন্ডারবাজি ঃ কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ, ভবন রঙ করা, ক্যান্টিন সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতারা। আর কলেজের ক্যান্টিন ও ভাস্কর্য কাজের তদারকি করে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা তরুণ ও তার সহযোগীরা ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ নিয়ে এই গ্রুপটি কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্র সংখ্যা ঃ জগন্নাথ কলেজে দিবা ও নৈশ শাখায় বর্তমানে প্রায় ৩৬ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। দিবা শাখায় ১৮/১৯টি বিষয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। আর নৈশ শাখায় ১৯টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ১ম ও শেষ পর্বে ভর্তি করা হয়।

ক্যাডারদের আয়ের উৎস ঃ টাকার বিনিময়ে ছাত্রভর্তি। কলেজে টেন্ডারবাজি, কলেজ ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তার করে পুরনো ঢাকায় চাঁদাবাজিই ক্যাডারদের আয়ের উৎস। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চলতি বছর স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অপেক্ষমা তালিকা বাদ দিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের পছন্দসই প্রার্থীদের ভর্তি করানোর জন্য অধ্যক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এ নিয়ে তারা অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে বলেও জানা গেছে। অধ্যক্ষ তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার না করলে কথিত ছাত্রনেতারা ক্যাডার বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্যালয় ভাঙচুর করে। পরে তারা ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগও ভাঙচুর করে ছাত্রনেতারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের কাছ